Political Science (Honours- 5th sem.)

DSE-1: India's Foreign Policy in a Globalizing World

Topic 5: ভারতের আলোচনার স্টাইল এবং কৌশলগুলি: বাণিজ্য, পরিবেশ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা

By Shyamashree Roy

স্বাধীন ভারত আমাদের অস্তিত্বের প্রথম তেইশ বছরে চারটি বড় যুদ্ধ করেছিল। এটি এর জাতীয় কৌশলকে রূপ দিয়েছে। অবশ্যই, ভূগোল এবং ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক স্বীকৃতি জাতীয় জাতীয় কৌশলগুলির মূল চালক রয়েছে, এটি আপনার ক্ষমতা বা আপনার চারপাশের পরিস্থিতি যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন সত্যই থেকে যায়। তবে নীতিতে তাদের যে প্রভাব রয়েছে তা সময়ের সাথে সাথে তারতম্য হয়। অন্যদিকে ভূগোল, ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক স্বীকৃতি আমাদের একটি বাণিজ্য ও উত্পাদনশীল দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছে। আমরা বিশ্বের সাথে সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত থাকাকালীন আমরা সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সফল হয়েছি কারণ সম্পদ দুর্বল হলেও আমরা জন-ধনী। আজ, আমাদের আমদানির ৮০ শতাংশ হ'ল শক্তি, অপরিশোধিত তেল, সার, নন-লৌহঘটিত ধাতু এমনকি মুং ডালের মতো মসুরের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ আমদানি। ইতিহাসে আমরা ধারণা এবং লোকের রফতানিকারী হয়েছি এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে এবং আমাদের পশ্চিমে স্থলসীমান্ত জুড়ে জ্ঞান ও সুরক্ষার নেট সরবরাহকারী হয়েছি।

বাণিজ্য নীতি

ভারতে শক্তিশালী বাণিজ্য নীতির বিকাশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল এর দুর্বল উন্নত উত্পাদন ক্ষেত্র। যদিও ১৯৯১ সালে ভারত কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক উদারকরণের উদ্যোগ গ্রহণের পরে এটি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবুও ২০১--১661 সালে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) উত্পাদন অংশ কমেছে ১ 16.২ শতাংশে - এটি ১৯৮৯-১৯৯০ সালে (১.4.৪ শতাংশ) ছিল। উত্পাদন অংশীদারিত্বকে কীভাবে বাড়াতে হবে তার প্রশ্ন একটি সহজ উত্তর যার সহজ উত্তর নেই। সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জমির সীমিত প্রাপ্যতা, প্রযুক্তির অ্যাক্সেসের অভাব, স্বল্প উত্পাদনশীলতা, শ্রমের বর্ধমান ব্যয় এবং ব্যবসা করতে অসুবিধা অন্তর্ভুক্ত। অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু এটি অপর্যাপ্ত হয়েছে। উৎপাদন খাতের পুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হ'ল জমির সংকট। গত এক দশকে, ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস (আসিয়ান), কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, জাপান এবং মালয়েশিয়ার সাথে এফটিএ সই করেছে। তবে কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি স্বীকার করেছেন যে এই চুক্তিগুলি থেকে ভারতের বাণিজ্য অংশীদাররা ভারতের চেয়ে বেশি অর্জন করেছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে একটি নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিমালা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার বলেছিলেন যে তারা ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ২.১ শতাংশ থেকে ৩.৫ শতাংশ এবং দ্বিগুণ রফতানিতে ($ ৯০০ বিলিয়ন ডলার) বাড়িয়ে তুলতে চাইবে। নীতিটি সরকারকে সংহত করার চেষ্টা করছে ভারত এবং ডিজিটাল ভারতের উদ্যোগে ভারতের প্রধান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন - স্মার্ট সিটি প্রকল্প, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া - এর জন্য বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং ভারতের পুনর্নির্মাণের বিস্তৃত পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন

হবে ভারতের উত্পাদন খাতকে। মোদী সরকার একটি ভাল শুরু করেছে। ২০১৫ সালে, ভারত চীন ও আমেরিকার তুলনায় বেশি বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করেছে, গ্রিনফিল্ড এফডিআই ত্রিগুণ বেড়েছে, যা আনুমানিক $৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে (.৬৯. billion বিলিয়ন ডলার) এবং চীনকে ($$..6 বিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়ে ভারত গ্রিনফিল্ড এফডিআইয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ হয়ে উঠেছে।

লক্ষ

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি লক্ষ্য করে (১) বৈশ্বিক বাণিজ্যে দেশের অংশীদারিত্বের বর্তমান ২.১ শতাংশ থেকে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত করা এবং (২) ২০২০ সালের মধ্যে এর রফতানি দ্বিগুণ $ ৯০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা।

• তবে, ভারত অগণিত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে: বাণিজ্য নীতি এবং তার সম্ভাব্য সুবিধাগুলির সম্পূর্ণ বোঝার অভাব, একটি দুর্বলভাবে বিকশিত উত্পাদন ক্ষেত্র, আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলির অসন্তুষ্ট ফলাফল এবং তার প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে সীমাবদ্ধ সম্পর্কগুলি।

ভারতের বাণিজ্য নীতি কাঠামোটিকে অবশ্যই অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা সমর্থিত হতে হবে যার ফলশ্রুতি একটি মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ভাবনী ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের মতো প্রকল্পগুলির দক্ষ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক গার্হস্থ্য পণ্যের উত্পাদন অংশীদার হওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন এবং উদ্ভাবনের জন্য ভারতীয় সংস্থান এবং উদ্যোক্তাদের সাথে একসাথে কাজ করা দরকার

জাতীয় সুরক্ষা কার্য

যেহেতু মুক্ত ভারত রাজের কৌশল অনুসরণ করতে পারে না, তাই আমাদের কৌশলটি কী নির্ধারণ করা উচিত? শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল, আমাদের লক্ষ্য ভারতের রূপান্তর; এটি সেই কাজ অনুসারে আমাদের ইস্যু এবং সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং মনোনিবেশ করা উচিত - এই ভিত্তিতে যে তারা কীভাবে ভারতকে একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত দেশে রূপান্তর করার আমাদের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার সম্পূর্ণ অর্জনের সুযোগ পাবে সম্ভাবনা ভারতকে রূপান্তর করার লক্ষণীয় লক্ষ্যটি ভারতের অখণ্ডতার উপর তাদের প্রভাব এবং ভারতের রূপান্তরকে প্রভাবিত করার তাদের দক্ষতা অনুসারে আমাদের অনেক সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম করে।

সুরক্ষা কার্যগুলির স্তরক্রম। সুরক্ষার কাজগুলির স্তরবিন্যাস যা গুরুত্বের দিক থেকে আমাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে কী গুরুত্বপূর্ণ তা দেখার এই ক্যালকুলাস থেকে ফলাফল:

ভারতের আন্তরিকতা

এটি মূলত শারীরিক অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা, তবে এটি ভারতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধ এবং এর সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও। এটি একটি প্রাথমিক এবং স্থায়ী আগ্রহ।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা

এটি আমাদের জনগণের মঙ্গলার্থের পক্ষে সমালোচক এবং তাই এ জাতীয়তার অখণ্ডতার চেয়ে অন্য যে কোন কিছুর .র্ধ্বে। এটি আমাদের বাহ্যিক সুরক্ষা মোকাবেলা করার ক্ষমতাকেও সমালোচনা করে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের বিপরীতে আমরা জাতি হিসাবে কোনও বাহ্যিক অস্তিত্বের হুমকির মুখোমুখি হই না। ডিটাররেন্স, পারমাণবিক ও প্রচলিত, সত্তরের দশক থেকে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং এটি ব্যর্থ হলে - ১৯৯৯ সালে কারগিলের মতো - এটি দ্রুত পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমরা সর্বশেষ বৃহত আকারের প্রচলিত যুদ্ধটি 1971 সালে ছাবল্লিশ বছর আগে হয়েছিল যুদ্ধের ঝুঁকি যা ছিল তা নয়। আমাদের আশেপাশের শক্তিগুলির ভারসাম্য তার চেয়ে ভাল। ভারতবর্ষের মধ্যেও এমন গুরুতর বিচ্ছিন্নতাবাদী হুমকি নেই যে আমরা পরাস্ত হতে পারি না।

ভারতের পক্ষে যদি অস্তিত্বের হুমকি থাকে তবে তা ভিতর থেকেই। এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ মেরুকরণ এবং বিভাগগুলি - এলডব্লিউই, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং মেরুকরণ। এগুলি আমাদের নিজস্ব জাতি গঠনের ব্যর্থতা। দ্রুত নগরায়ণের পরে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ এবং অসম বিকাশ এবং মূলহীনতার পরিণতি হিসাবে সামাজিক সহিংসতা রয়েছে, যা আমরা জানি এটি ভারতের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এবং যা আজ সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তাহীনতার তীব্র বোধকে অবদান রাখে। সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতার কারণে মৃত্যু দেড় দশক ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে ২০১২ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। সামাজিক সহিংসতার জন্য অপরাধের পরিসংখ্যান এবং ধর্ষণের মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধও উদ্বেগজনক এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের আসল হুমকিগুলি হ'ল অভ্যন্তরীণ - মেরুকরণ এবং বিচ্ছিন্নতা।

নগরায়নের ফলে সামাজিক সহিংসতা এবং ভাঙন, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সমস্যা ভারতে আমাদের কাছে অদ্ভুত নয় যদিও এটি ভারত এবং চীন সবচেয়ে দ্রুত এবং বিচ্ছিন্ন এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা 2016 সালে বিশ্বজুড়ে ৫,60০,০০০ সহিংস মৃত্যুর মধ্যে 68৮ শতাংশ হত্যার শিকার হয়েছিল, যুদ্ধে মাত্র ১৮ শতাংশ মৃত্যু হয়েছিল। বর্তমানে মানবতার শতকরা 70 percent ভাগ উপকূলের ২০০ মাইলের মধ্যে বাস করে এবং ৪৩ মেগাসিটি (১০ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার) মধ্যে মাত্র ৩ জন তৃতীয় বিশ্ব বলে পরিচিত 2025 সালের মধ্যে, বিশ্বের জনসংখ্যার 75 শতাংশ শহরগুলিতে বাস করবে। ভারতে ততক্ষণে আমাদের অর্ধেকেরও বেশি লোক শহরে বাস করবে। সামাজিকভাবে, আমরা একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তরুণ জনগোষ্ঠী হব, পরিবার এবং সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন এবং একা, নতুন আদর্শের জন্য প্রস্তুত, ভাল বা খারাপ। নগরায়নের রাজনৈতিক প্রভাব আরও বেশি চিহ্নিত। রাজনীতি জনসমাগমের মনোবিজ্ঞান এবং সংহতকরণের অনুশীলনে পরিণত হয়, এটি গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্বারা পরিবেশন করা হয় যা রাজনীতিকে আবেগের রাজনীতিতে রূপান্তর করে। এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে সামাজিক সহিংসতা, মেরুকরণ এবং পুলিশিংয়ের সামরিকীকরণ সম্ভবত এবং যেখানে পুলিশিং অকার্যকর। আজ

আমরা বিশ্বজুড়ে সামাজিক সহিংসতা দেখতে পাচ্ছি, নতুন প্রযুক্তিগুলি দ্বারা সক্ষম এবং traditional অস্ত্রগুলির সহজ প্রাপ্যতা। রাজ্যটি সহিংসতার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হারিয়েছে।

ভারতে এই শতাব্দীর শুরু থেকেই সহিংসতার সমস্ত সূচকগুলি হ্রাস পেয়েছে এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং সামাজিক সহিংসতা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, যা ২০১২ সাল থেকে বেড়েছে। এটি ইতিমধ্যে দৃশ্যমান, কেবলমাত্র তা নয় ভারত। তবে আমাদের জন্য সমস্যার স্কেল আরও জটিল।

বাহ্যিক চ্যালেঞ্জস - চীন এবং পাকিস্তান

চীনের উত্থানই সর্বাধিক চ্যালেঞ্জ যা ভারতীয়দের জীবনকে পরিবর্তিত করার জন্য আমাদের অনুসন্ধানকে ট্রেন করতে পারে। তবে এটিও একটি সুযোগ, যেমন ধ্রুপদী ভূ-রাজনীতির প্রত্যাবর্তন এবং ২০০ un-এর পরের বিশ্বব্যাপী একতরফা মুহূর্তের পরে বিশ্বায়িত বিশ্ব অর্থনীতির খণ্ডন। যতটা সম্ভব বাহ্যিক পরিবেশ যা ভারতের রূপান্তরকে সক্ষম করে তোলে এটি আমাদের স্বার্থে। পাকিস্তান কৌশলগত বিপর্যয়।

ট্রান্সন্যাশনাল হুমকি

বিশেষত জনসাধারণের মনে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ ভারত আক্রমণ করে এবং বাইরের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে নিজেকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পতনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছে - সৌদি আরবের জন্য পারমাণবিক বোমা; ভারতকে পরীক্ষা করা এবং ভারত মহাসাগরে অ্যাক্সেস এবং চীনের জন্য আফগানিস্তানের প্রভাব সরবরাহ; একটি কৌশলগত টোহোল্ড এবং আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষ্কার প্রস্থান করার কৌশলগত প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি on তবে আসল বিষয়টি হ'ল পাকিস্তান এবং তিনি স্পনসর করেন আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ কেবলমাত্র আমরা যদি তাদের অনুমতি দেই তবে আমাদের অনুসন্ধানকে লুণ্ঠন করতে পারে। সে কারণেই আমি বলি যে পাকিস্তান কেবল কৌশলগত বিপর্যয়। দুঃখের বিষয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিক্রিয়াগুলি উন্নত হলেও পশ্চিম এশিয়া, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এবং উত্তর আফ্রিকাতে সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক পুনরুত্থান উপভোগ করেছে। আফগানিস্তানে, পাকিস্তান মার্কিন, রাশিয়া এবং চীনকে এই ধারণাটি কিনে নিয়েছে যে তালেবানদের সরকারে স্থান দেওয়া উচিত, এবং পাকিস্তান সেই পরিণতি দিতে পারে। এবং আমরা এখন দেখি যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার হয়ে ফিলিপাইন পর্যন্ত। ভারতে সংক্রামক ও র‍্যাডিকালাইজেশনের ঝুঁকি বাড়ছে, যদিও এর প্রভাব আমরা অভ্যন্তরীণভাবে যা করি তার উপর নির্ভর করে।

নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আমরা আজ একটি নতুন ভৌগলিক পরিস্থিতির মধ্যে আছি, মূলত চীন, ভারত এবং অন্যান্য শক্তিগুলির উত্থানের ফলে – ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ভিয়েতনাম a জনাকীর্ণ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরে যা বিশ্বের মহাকর্ষের নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র is । এই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আমরা আমাদের চারপাশে যে অস্ত্রের দৌড় দেখছি, এবং ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করেছে, এখন ট্রাম্পের অনিশ্চয়তা,

ডিসেঞ্জেজমেন্ট এবং লেনদেনের "আমেরিকা প্রথম-প্রথম" দ্বারা জ্বালান। চীন-মার্কিন কৌশলগত বিতর্কটি তাদের অর্থনৈতিক সহ-নির্ভরতার দ্বারা এখনও অবধি বৃদ্ধি ছাড়ছে। শক্তির ভারসাম্যের স্থানান্তর বিশ্বব্যাপী জিডিপির শেয়ারের মধ্যে পরিষ্কার।

২০১৪ সালের মধ্যে ভারত এবং চীন একসাথে এশিয়ার মোট জিডিপির প্রায় অর্ধেক অংশ নিয়েছে। পিপিপি জিডিপির পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশ্বের বৃহত্তম এবং তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। এর বেশিরভাগ অংশ অবশ্যই চীন দ্বারা দায়ী। 2016 সালে বিশ্বের জিডিপিতে চীন ও ভারতের সম্মিলিত অংশ, 17.67 শতাংশ (নামমাত্র নিরিখে) বা এমনকি ২৫.৮6 শতাংশ (পিপিপির শর্তে) এখনও তাদের জনসংখ্যার 37.৫ শতাংশের নিচে রয়েছে, তবে তা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে . বিশ্ব অর্থনৈতিকভাবে বহুবিধ, এখনও সামরিক ক্ষেত্রে একরঙা, তবে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা উদ্বেগ

যদি বাহ্যিক বিশ্বটি আরও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠছে তবে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা চ্যালেঞ্জটিও বিকশিত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও মেরুকরণের বৃদ্ধি, এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজ্যে এর ঘনত্ব উদ্বেগজনক। সহিংসতার অন্য ক্রমবর্ধমান রূপ হ'ল সামাজিক সহিংসতা, বেশিরভাগ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ, সহিংস অপরাধ এবং দ্রুত নগরায়ণের অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সম্প্রদায় ও পরিবারবোধের ভাঙ্গন এবং বাস্তুচ্যুত ও প্রান্তিকের মূলহীনতার আকারে, কাজের মতো অর্থনৈতিক কারণে হোক বা অন্য ঘটনাগুলির পরিণতি হিসাবেই হোক। এই প্রান্তিককরণই বিকাশের কিছুটা পরিণতি, যা নকশালদেরকে তাদের পাদদেশ সৈন্যদের খাওয়ানো এবং এলডাক্লুইউকে নির্মূল করার মতো একটি কঠিন ঘটনা ঘটায় এটি এমন একটি বিষয় যা পুলিশিং এবং ভারতীয় রাজ্য হ্যান্ডেল, প্রশমন বা সমাধান করতে সজ্জিত নয়।

এটি উদ্বেগের কারণ যে ভারতবর্ষের বিশ্বটি মৌলিক উপায়ে পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা এখনও কয়েক বছর আগে আমাদের পক্ষে ভাল কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের শক্ত স্বার্থের পরিবর্তে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লক্ষ্যে আমাদের শক্তিটাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। অন্য কথায়, যে আমরা আমাদের নীতিগুলি নতুন বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য করি নি।

পরিবেশ কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কয়েক বছরের ব্যবধানে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। ভারত কেবল স্থানীয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচী গড়ে তুলেনি, আন্তর্জাতিক আলোচনায় এটি একটি নতুন অবস্থান গ্রহণ করেছে যা এটিকে একটি 'চুক্তি নির্মাতা' হওয়ার খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলটি এই নাটকীয় এবং অনেক অপ্রত্যাশিতের কাছে পরিবর্তনের বিষয়টি ভারতের অর্থনৈতিক ও বিকাশের আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রেক্ষাপটে এবং বৃহত্তর ভৌগলিক রাজনৈতিক দৃশ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি যদি বোঝা যায় তবে বোঝা যাবে।

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং আগামী কয়েক দশকগুলিতে দ্রুত বর্ধমান বৃহত্তম অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত . এর অর্থনৈতিক ও বিকাশের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ভারত

সরকার বছরে প্রায় ৮-১০ শতাংশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে লক্ষ্য করেছে পরের দুই দশকের জন্য . এর জন্য প্রাথমিক শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন তিন থেকে চারগুণ এবং বিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষমতা পাঁচ থেকে ছয় গুণ বাড়ানো হবে . কয়লা এবং তেল উভয় জীবাশ্ম জ্বালানীই ভারতের জ্বালানি খরচ এবং প্রায় 75 শতাংশ ব্যয় করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় 70 শতাংশ বিদ্যুৎ উত্পাদিত হয় কয়লা ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হতে বাধ্য। সম্প্রতি, ভারত তার নির্গমনতার তীব্রতায় অবিচ্ছিন্ন হ্রাস বজায় রাখতে সাফল্য অর্জন করেছে, এটি তার অর্থনীতি এবং নির্গমনটির অবনতি সূচক এবং এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতও এমন একটি দেশ যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হিমবাহ-খাওয়ানো হিমালয় অঞ্চলটি গঙ্গা অববাহিকার অন্যতম প্রধান মিঠা পানির উত্স, যার উপরে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। দীর্ঘমেয়াদে, গলে যাওয়া হিমবাহ এবং ফলস্বরূপ জলের চাপ সেই অঞ্চলে এক বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে তদুপরি, কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকূলীয় ভারতবর্ষে বাস করে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তাদের উপর পঙ্গু প্রভাব ফেলতে পারে। ১১ জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ফল হ'ল নিম্ন ফসলের ফলন ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।